বিজ্ঞাপন প্রকাশ

শ্রেণীবদ্ধ সহ বিভিন্ন ধরনের দৈনিক অথবা মাসিক বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত করতে যোগাযোগ করুন - ৯০৬২৮৬৭৯২১ নং এ ।

এই যুগ
EI YUG

ADVERTISMENT

TO PUBLISH VARIOUS TYPES OF DAILY OR MONTHLY ADVERTISEMENT IN NEWSPAPER INCLUDING CLASSIFIEDS , CONTACT- 9062867921.

EI YUG ✱ HOWRAH ✱ DAILY ✱ VOLUME-4 ✱ ISSUE-402 ✱ 19 SEPTEMBER 2024 , THURSDAY ✱ R.N.I REGISTRATION NO : WBBEN/2020/81746 ✱ PAGE-4 ✱ PRICE: 2/-

হুগলি জেলার বন্যা কবল এলাকা পরিদর্শনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী ,এই যুগ ,হুগলি , ১৮ সেপ্টেম্বর: একদিকে গত কয়েকদিন আগে নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে সারা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকার জলের তলায় ছিল তার উপরে আবার ডিভিসি-র ছাড়া জলে ফলে প্লাবিত বহু এলাকা। একাধিক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি। আজ , বুধবার , হুগলির বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।পুরশুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদীর উপর ব্রিজের অবস্থা খারাপ। এদিন ওই এলাকায় গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি দেখে ফের ডিভিসির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন , ভয়াবহ পরিস্থিতি। প্ল্যান করে বাংলাকে ডোবাচ্ছে কেন্দ্র। আরও ২ লক্ষ কিউসেক জল ধরতে পারে। এত জল এর আগে কখনও ছাড়েনি। দেখছেন কেমন স্রোত জলের! ৭০ শতাংশ যখন পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে , তখন কেন জল ছাড়ে না ডিভিসি! বাংলা আর কত বঞ্চনা সহ্য করবে! হুগলির পরশুড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গা জলমগ্ন। বহু জায়গায় এক তলা বাড়ির পুরোটাই ডুবে গিয়েছে। ইতিমধ্যে হুগলির খানাকুলে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে এনডিআরএফ। এই জল ছাড়ার ফলে বন্যা হয়ে যাওয়ায় হুগলির আরামবাগের গরীব খেটে খাওয়া মানুষেরা কাজকর্ম হারিয়েছে। আজকের এই এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি ছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ , হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামনাশিষ সেন সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ডিভিসির ছাড়া জলে বানভাসি হতে হল উদয়নারায়ণপুর ও আমতাবাসীদের

সন্দীপ মজুমদার ,এই যুগ , হাওড়া , ১৮ সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখেই ডিভিসের ছাড়া জলে বানভাসি হতে হল উদয়নারায়ণপুর ও আমতার মানুষদের। মঙ্গলবার ডিভিসির ছাড়া ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯২৫ কিউসেক জলে বুধবার উদয়নারায়ণপুর ব্লকের ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটিই কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদয়নারায়ণপুরের বিডিও শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান , উদয়নারায়ণপুরের বন্যা কবলিত ১১ টি পঞ্চায়েতগুলি হল ,ভবানীপুর বিধিচন্দ্রপুর , হরালি-উদয়নারায়ণপুর , খিলা, রামপুর- ডিহিভুরশুট-আসন্ডা, কুর্চি-শিবপুর, দেবীপুর, হরিশপুর, গড়ভবানীপুর- সোনাতলা, কানুপাট-মনশুকা, পাঁচারুল ও সিংটি। বুধবার উদয়নারায়ণপুর ও আমতার বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় , উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা , আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত কুমার পাল , এমএসএমই-র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজেশ পান্ডা, হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দিপাপপ্রিয়া , হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া , উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল প্রমুখ। আমতা-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ভাটোরা ও ঘোড়াবেড়িয়া-চিতনান গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাগুলি মুন্ডেশ্বরীর জলে প্লাবিত হয়েছে।দামোদরের জলে উদয়নারায়ণপুরের কংক্রিটের নদী বাঁধের কোথাও ভাঙেনি। বুধবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের জন্য ত্রিপল , খাদ্য সামগ্রী , পানীয় জল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়

এক দেশ এক নির্বাচন বিল পাস হলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে

বেবি চক্রবর্ত্তী ,এই যুগ ,দিল্লি ,১৮ সেপ্টেম্বর: বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'এক দেশ এক ভোট' প্রস্তাবটি পাস হয়। মন্ত্রিসভা সূত্রের খবর , সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই এই প্রস্তাব বিল আকারে পেশ করা হবে।এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে ,দেশের উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখা ও অর্থ অপচয় ঠেকাতে লোকসভা , বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ও পৌরসভা-পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় প্রশাসনের ভোট একই সঙ্গে করা উচিত। প্রস্তাব অনুযায়ী , ১০০ দিনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই ভোট হয়ে গেলে ভারতের মতো গণতন্ত্রের দেশের বিপুল অর্থ সাশ্রয় হবে। উন্নয়নের কাজও ব্যাহত হবে না। বিজেপি অনেক বছর ধরেই 'এক দেশ এক ভোট' নীতি গ্রহণের পক্ষে মত দিয়ে আসছে। নরেন্দ্র মোদি দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সেই চিন্তা বেগবান হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়। গত মার্চে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয় , দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল , সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি , আইনজীবী, নির্বাচন কমিশন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের অভিমত নেওয়া হয়েছে। তবে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসসহ ১৫টি রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। 'এক দেশ এক ভোট' নীতি চালু করতে গেলে আগে সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন। সে জন্য দরকার বিলের পক্ষে দুই–তৃতীয়াংশের সমর্থন। সেই সমর্থন বিজেপি ও তার সহযোগীদের নেই। সংবিধানের সংশোধন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত বিধানসভাতে পাস করানোও বাধ্যতামূলক। এটা ঠিক , একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার ভোট গ্রহণ হলে খরচ অনেক কমে যায়। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার সময় থেকে ভোটপর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত সরকার কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হয়। সময় ও অর্থের এই অপচয় রোধ করা যায় একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার ভোট গ্রহণ হলে।

গাছের ফাঁকে আটকে পড়া হস্তি শাবককে উদ্ধার বন কর্মীদের

এই যুগ ,শিলিগুড়ি ,১৮ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার সকাল দশটায় দার্জিলিং ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির নর্থ রেঞ্জের রেঞ্জার রাজকুমার লায়েক বন কর্মীদের নিয়ে জঙ্গলে টহল দিচ্ছিলেন। সেই সময় তাদের কানে আসে হাতির বিকট চীৎকার। রেঞ্জারের অভিজ্ঞ কান বুঝে যায় কোনো হাতি বিপদে পড়েছে। রেঞ্জার তার দলবল নিয়ে চীৎকার লক্ষ্য করে দ্রুত ছুটে যান গভীর জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের ভিতরে তারা দেখেন একটি হাতির শাবক দুই গাছের ফাঁকে আটকে পড়েছে। প্রাণপন চেষ্টা করেও সে বেরোতে পারছেনা। রেঞ্জার রাজকুমার লায়েক জানান সময় নষ্ট না করে তারা সাথে সাথে শাবকটিকে উদ্ধারে হাত লাগান। কিন্তু কাজটি এত সহজ ছিলোনা। কারন শাবকটিকে বিপদে দেখে এর মধ্যেই জঙ্গলের ভেতরে জমায়েত হয়েছে বুনো হাতির পাল। শাবকটিকে উদ্ধার করতে গেলেই তারা তেড়ে আসছিলো বন কর্মীদের দিকে। পরিস্থিতি দেখে বন কর্মীরা উদ্ধার কাজ বন্ধ করে পিছিয়ে যান। তাদের পিছিয়ে যেতে দেখে বুনো হাতির পাল ও দূরে সরে যায়। ওরা দূরে সরে যেতেই ফের ফিরে আসেন বন কর্মীরা। দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় শাবকটিকে উদ্ধার করে তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন বন কর্মীরা।

জেলার কথা

আগুনে পুড়ে ছাই ঘর

মলয় দেবনাথ , এই যুগ , আলিপুরদুয়ার , ১৮ সেপ্টেম্বর : আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি ঘর। ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুমারগ্রাম ব্লকের মধ্য কামাখ্যাগুড়ির দেবেনবাবুর চৌপথী সংলগ্ন এলাকায়। বুধবার দুপুরে এলাকায় গিয়ে লক্ষ্য করা গেল , ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে রয়েছে। এই ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে , মঙ্গলবার রাত আনুমানিক দেড়টা নাগাদ দেবেনবাবুর চৌপথী সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘরে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ও বারবিশা দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও ঘরটি পুড়ে যায়। ঘরের ভেতরে লাকড়ী ও গরুর খাদ্য ছিল। সেগুলিও পুড়ে যায়। তবে কিভাবে আগুন লাগলো তার তদন্ত শুরু হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

গঙ্গার ঘাটে বিশ্বকর্মা প্রতিমা বিসর্জন দিতে এসে লরি সমেত প্রতিমা জলে

বাপন ধাঁড়া , এই যুগ , হাওড়া , ১৮ সেপ্টেম্বর : আজ দুপুরে ঘটনাটি ঘটে শিবপুর ঘাটে। পুলিশ সূত্রে খবর , ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্সের একটি কারখানার বিশ্বকর্মা প্রতিমা বিসর্জন দিতে এসেছিলেন ওই কারখানার বাইশ জন শ্রমিক। আজ দুপুর তিনটে নাগাদ লরিতে চাপিয়ে প্রতিমাকে নিয়ে আসা হয় শিবপুর ঘাটে। সেই সময় গঙ্গায় জোয়ারের টান ছিল। গঙ্গায় জল স্তর বেশ ভালোই ছিল। লরিটি যখন গঙ্গার ঘাটে দাঁড় করানো হয় সেই সময় পিছনের চাকায় কাঠের টুকরো দিয়ে আটকানো ছিল। তা সত্ত্বেও লরি থেকে প্রতিমা নামানোর সময় লরিটি হঠাৎ পিছনের দিকে গড়িয়ে সোজা গঙ্গায় নেমে যায়। এই ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারা লরি থেকে মাটিতে ঝাঁপ মারে। এই ঘটনা কেউ আহত না হলেও ঘাটে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ছুটে আছে শিবপুর থানার পুলিশ। কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গঙ্গা থেকে লরিটি তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ব্যান্ডেলে শ্রমিককে হত্যা করার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

বেবি চক্রবর্ত্তী , এই যুগ , হুগলি , ১৮ সেপ্টেম্বর : গত সোমবার হুগলি জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ার ডানলপ সাহাগঞ্জ এলাকায় রেলের ওয়াগন ও যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা জুপিটারের সামনে কাজ সেরে ফেরার পথে পাপ্পু দাস নামে বছর ৪৫ এর এক সুপারভাইজারকে জনা দশেক দুষ্কৃতি পিটিয়ে হত্যা করেন। সেই খবর পাওয়া মাত্রই চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং চুঁচুড়া থানা ও ব্যান্ডেল পিপির পুলিশ আধিকারিকরা ছুটে আসেন।সেখান থেকে পাপ্পু কে উদ্ধার করে ব্যান্ডেল ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন এরপর হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি তে নামেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এবং সোমবার মধ্যরাতে শ্যামসুন্দর সাউ টিটাগরের বাসিন্দা এবং মোল্লা পোতা এলাকা থেকে বান্টি দাস ও সুবর্ণ কুমার দাস কে গ্রেফতার করে চুঁচুড়া থানা মঙ্গলবার চুঁচুড়া জেলা সদর আদালতে পাঠান। এরপর তাদেরকে জেরা করতে শুরু করেন। পুলিশ সেখানে থেমে না থেকে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে দেন বিভিন্ন এলাকায় এবং সেই তল্লাশি করতে গিয়ে ব্যান্ডেল এলাকা থেকে গ্রেফতার করে আরো দুই ব্যক্তিকে তাদের মধ্যে একজন বাবন সিং এবং অন্যজন বিকি মাঝি। সুপারভাইজার খুনের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে পাঁচ জন। ১২ ঘণ্টার মধ্যে এত জনকে তড়িগরি গ্রেফতার করার কারণে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট কে ধন্যবাদ জানিয়েছে ব্যান্ডেল এলাকার সাধারণ জনগণ।

জলপাইগুড়িতে মহিলাদের নিরাপত্তা সচেতনতা প্রচারে উইনার্স টিম সহ মহিলা র‍্যাফ সদস্যরা

এই যুগ , জলপাইগুড়ি , ১৮ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি শহর জুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বুধবার শহরে ঘুরে ঘুরে সচেতনামূলক প্রচার করলো পুলিশের মহিলা উইনার্স টিম ও র‍্যাপিড একশান ফোর্সের মহিলা সদস্যরা। এদিন তারা শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজ , হাসপাতাল , হোস্টেল এবং পার্ক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যান ও। অহিলাদের সাথে কথা বলে তাদের নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ টিপস ও পরামর্শ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মহিলাদের জন্য একটা নিরাপদ পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যেই এই প্রচার।

EiYUG
NEWSPAPER PUBLISHING HOUSE

ALL DESIGN & PRINT WORKS

* NEWSPAPER
* PAGE DESIGN- A3/A4/12×18
* VISITING CARD
* INVITE CARD
* FLEX
* VINYL
* PAPER LAMINATION
* BOOK DESIGN
* CARTOON DESIGN & DRAWING
* BENGALI TYPE & ENGLISH TYPE
* DIGITAL LOGO DESIGN

FOR WORK
CONTACT NO - 9062867921
EMAIL: EIYUGNEWSPAPERPUBLISHINGHOUSE@GMAIL.COM

কাগজের নৌকা
19 SEPTEMBER 2024 , বৃহস্পতিবার

লেখা প্রকাশ

নিজস্ব লেখা কবিতা/ গল্প প্রকাশ করতে যোগাযোগ করুন - ৯০৬২৮৬৭৯২১ নং এ

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতায় শুরু হল এনিমি প্রপার্টি বা শত্রু সম্পত্তির সমীক্ষা

বেবি চক্রবর্ত্তী ,এই যুগ ,কলকাতা ,১৮ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় শুরু হল এনিমি প্রপার্টি বা শত্রু সম্পত্তির সমীক্ষা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্ট এই সমীক্ষার শুরু করল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ন জওয়ান এনে এই সমীক্ষা শুরু করেছে এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্ট। রাজাবাজারে প্রায় ৪৪ কাঠা জমির উপরে দীর্ঘদিন ধরেই বসবাস করছেন প্রায় ৭০০০ বাসিন্দা , রয়েছে ২৫টি দোকান। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর এখানকার অনেক নাগরিকই এই সম্পত্তি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান। তারা কেউ এই সম্পত্তি দাবি না করায়, তা এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টের অধীনস্থ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই সমীক্ষার কাজ শুরু করতে এসেছিলেন এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা। তখন তাদের উপরে এলাকার মানুষজন চড়াও হয়েছিলেন , ফলে কাজ বাকি রেখেই চলে যেতে হয়েছিল তাদের। এরপর এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্ট সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়।এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী এনে সমীক্ষা করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে মূলত বলা হয়েছে যে এই এনিমি প্রপার্টিতে কতগুলি বেআইনি নির্মাণ তৈরি করা হয়েছে ,তার তালিকা তৈরি করতে হবে। সেগুলি আদৌ ভাঙা হয়েছে কি না , তার তালিকাও তৈরি করা হবে। এছাড়া কতজন এই এনিমি প্রপার্টিতে বসবাস করছেন , এবং কতজন কর দিচ্ছেন , সেই তালিকাও তৈরি করা হবে। সমস্ত তালিকা সহ সমীক্ষার রিপোর্ট , স্ট্যাটাস রিপোর্ট হিসেবে তৈরি করে সুপ্রিম কোর্টে এবং দিল্লিতে থাকা এনিমি প্রপার্টি ডিসপোজাল কমিটিতে পাঠানো হবে। এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি ও কলকাতা এনিমি প্রপার্টি ইনচার্জ বলেন , “এনিমি প্রপার্টি হল যারা পাকিস্তান বা চিন যুদ্ধের সময় অন্য দেশে চলে গিয়েছেন , তাদের রেন্টও অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল। এটা আটকাতেই সরকারের এই পদক্ষপ। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি বলেন , “যদি সম্পত্তির মূল্য বা ভ্যালু ১ কোটি টাকার নীচে হয় , তবে যারা এই সম্পত্তিতে থাকেন তারা ইপিডিসির মাধ্যমে সম্পত্তি কিনে নিতে পারেন। এর বেশি হলে , তা অনলাইন বিডিং হবে। এই প্রেফারেন্স পেতে হলে , আগে রেন্টাল সিস্টেমের অধীনে আসতে হবে।”কেন্দ্রের তরফে এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে , এই ধরনের সম্পত্তিতে যারা বসবাস করছেন ,তাদের তিনটি শর্ত দিতে। প্রথমত , এই সম্পত্তিতে যারা বসবাস করছেন , তারা সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টের অধীনে চলে আসবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে এই সম্পত্তি কর দেবেন। তাদের আর কলকাতা পুরসভাকে সম্পত্তি কর দিতে হবে না। দ্বিতীয়ত , এই সম্পত্তিতে যেহেতু তারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন , তারা এই সম্পত্তি কিনে নিতে পারেন।তৃতীয়ত , এই সম্পত্তি সম্পূর্ণ খালি করে দিতে হবে অথবা এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেবে।পশ্চিমবঙ্গে ৪ হাজার ৩০১টি এই ধরনের সম্পত্তি রয়েছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টের অধীনস্থ।

উপলব্ধি

আশীষ কুমার কুন্ডু
(ব্যারাকপুর , পশ্চিমবঙ্গ)

একদিন এই স্রোতস্বিনী নদী শান্ত হবে ,
কুল-হারা বেদনার যন্ত্রণায় , পাথর বুকে ধারণ করবে ,
কমে যাবে গভীরতা ,দুর্বৃত্তের অনাচারে কলুষিত হয়ে ,
এক শান্ত পুকুরে পরিণত হবে।
একদিন প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ নিভে যাবে ,
প্রদীপের তলদেশে বিচ্ছিন্নতা মন , বাসা বাঁধবে ,
একদিন এক কর্মব্যস্ত রাস্তায় ,
উদ্দাম হয়ে ছুটে ,বিষন্ন চিত্তে ,
ঘুরে বেড়াবে ঠিকানা বদলের ঘুর্ণি পাকে ,
একদিন শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও ,
তোমার কলিজা থমকে দাঁড়াবে ,
একদিন চোখ খুলে দেখবে ,
ভোরের সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেছে , একদিন উপলব্ধি হবে ,
যখন দুই চোখের পাতা এক করে ফেলবে।
নেত্রকোনে অশ্রুজল জমবে ,
দুগাল বেয়ে নামবে নয়নের-ফোঁটা ,
একদিন হারিয়ে ফেলবে হয়তো , বেঁচে থাকার ইচ্ছা ,
ওই কালো মেঘের অন্তরালে ,মনের ভারাক্রান্ত ভাবনায় ,
অন্তর চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে ,
তখন দেখবে তুমি অনেক-অনেকই দূরে।
একদিন ভুলে যাবে হয়তো বাঁচার তাগিদ ,
বন্ধ অন্ধকার ঘরে বদ্ধ রবে , ওই চার দেওয়ালে ,
একদিন না বলার স্মৃতি রয়েই যাবে ,
জীবন খাতার মলাটের ওই মধ্যিখানেই।।

লোকশিল্পীদের তিনদিনের কর্মশালা

এই যুগ , কোচবিহার ,১৮ সেপ্টেম্বর : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনা এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় বুধবার থেকে কোচবিহার জেলার লোকশিল্পীদের তিন দিনের কর্মশালার উদ্বোধন হলো। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় , জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগন। জানা গেছে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত , লোক নৃত্য সহ বিভিন্ন লোক সংস্কৃতির আঙ্গিকের শিল্পীদের প্রশিক্ষন দিয়ে তাদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি।

EI YUG । EDITOR - SUROJIT MALICK । OWNER - SUROJIT MALICK । PUBLISHED BY SUROJIT MALICK FROM BANKRA DAKSHIN PALLY ,P.O-BANKRA ,P.S - DOMJUR ,DISTRICT -HOWRAH , PIN -711403 ,STATE-WEST BENGAL । PRINTED BY SUROJIT MALICK AT " EI YUG NEWSPAPER PUBLISHING HOUSE " ,BANKRA DAKSHIN PALLY,P.O-BANKRA ,P.S-DOMJUR , STATE - WEST BENGAL ,PIN-711403 । CONTACT NO -9062867921 ,9836753661 । EMAIL-EIYUGNEWSPAPER@GMAIL.COM , NEWSPAPER EIYUG@GMAIL.COM । RNI : WBBEN/2020/81746 ।